প্রাক্‌কথন

কালকূট তথা সমরেশ বসুর সাহিত্য নিয়ে পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। সেই অসম্পূতাই আমাকে এই কাজে হাত দিতে উৎসাহী করেছে। এ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য নিয়ে তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। কালকূটের 'অমৃতকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে' ও 'শাম্ব'-র মুগ্ধতাই আমাকে এই গবেষণার কাজে ব্রতী করেছে। এক অজানা বাঁশীর সুরে লেখক কালকূট বারে বারে ঘর ছেড়ে পথে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই চলার অভিজ্ঞতা লেখনীর তুলিতে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন সেই চিত্রলেখার যাদুতে সম্মোহিত হয়ে মনপবনে তাঁর চলার পথে নদী-পর্বত-সাগর-অরণ্য-মন্দির-মসজিদ-হাটে-মাঠে-ঘাটে-ঘুরে বেড়িয়ে আমি এই গবেষণার কাজটি সমাপ্ত করেছি। সেই আমার প্রিয় লেখক 'কালকূট'কে জানাই অন্তরের শদ্ধাঞ্জলি।

এই বিস্তৃত পর্যালোচনার তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। এই গবেষণা তত্ত্বাবধানের কাজে তাঁর প্রয়োজনীয় মূল্যবান নির্দেশ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রেরণা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। তাঁর কোমল-কঠোর স্নেহপূর্ণ সাহচর্যে আমি এই গবেষণার কাজটি শেষ করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি যদি আমাকে কঠিনে-কোমলে না বাঁধতেন তাহলে হয়ত আমার এই গবেষণার কাজটি অসম্পূর্ণই থেকে যেত। তিনি চির নমস্যা আমার কাছে।

এই গবেষণার কাজে আমাকে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করেছেন কলকাতা দে'জ পাবলিশিং ও আনন্দ পাবলিশার্স। এই জন্য আমি ওই সংস্থাগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমাকে প্রয়োজনীয় বইপত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, 'আজাদহিন্দ পাঠাগার' জলপাইগুড়ি, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের মাননীয় গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার সমস্ত কাজে সহায়তা করার জন্য আমার ছোট বোন প্রান্তিকা মণ্ডল, ভাই স্বরূপ মণ্ডল ও অনুজ প্রতিম অনিমেষ দেবনাথ এদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এছাড়া আমার বন্ধু-স্বজন ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা আমাকে এই কাজের পূর্ণাঙ্গ রূপটি দিতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আজীবন শিক্ষাবিষয়ক প্রেরণা দিয়েছেন আমার পিতা শ্রী শ্রীদাম মণ্ডল ও মাতা শ্রীমতী পারুল মণ্ডল। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। জলপাইগুড়ি জেলা রাজগঞ্জ পশ্চিম মণ্ডলের গান্ধীনগর হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বিনয় কুমার চক্রবর্তী মহাশয় ও আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রী ধনঞ্জয় বর্মন এঁদের কথা না বললে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করব। এঁরা দুজনেই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এদের আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।

পরিশেষে গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুদ্রণে জন্য 'এস. ডি ইম্প্রেশন' কোচবিহার, সুজিৎ রায়, মনোজিৎ বর্মন, শিব মন্দির, দার্জিলিং এবং বাঁধাইয়ের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের সকলকে জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

জানুয়ারি ২০১৫

সেন পাড়া, জলপাইগুড়ি

পিন : ৭৩৫১০১

গবেষিকা

বনানী মণ্ডল